শত শত কোটি টাকার চেকসহ যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লোন সার্ভিস নামে ফেসবুক পেজ খুলে দেশব্যাপী প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিল সিরাজগঞ্জের তাড়াশের যুবলীগ নেতা রাব্বী শাকিল ওরফে ডিজে শাকিল (৩২)। তিনি রিশান ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লোন সার্ভিস নামের দুটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান।

দুই প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে দেশব্যাপী প্রতারণার অভিযোগে ডিজে শাকিলসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার (১২ আগস্ট) রাতে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি টিম তাড়াশে ডিজে শাকিলের অফিসে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

এসময় তার অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক হাজার দুইশ এক কোটি টাকার ভুয়া চেক, সামরিক বাহিনীর ভুয়া নিয়োগপত্র, বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভুয়া পরিচয় পত্র ছাড়াও অন্যান্য সরঞ্জাম।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছেন, তাড়াশ উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি রাব্বী শাকিল ওরফে ডিজে শাকিল, তার সহযোগী আইটি বিশেষজ্ঞ হুমায়ুন কবির
(২৮) ও ম্যানেজার হারুনার রশিদ (২৬)।

জানা গেছে, ইন্টারন্যাশনাল লোন সার্ভিসের নামে ফেসবুক পেজে বিজ্ঞাপন দেখে বগুড়ার আমায়রা এগ্রো ফার্মের স্বত্বাধিকারী আমানত উল্লাহ তারেক ও অভি এগ্রো ফার্মের স্বত্বাধিকারী আশিক তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। কমিশনের মাধ্যমে তাদেরকে পাঁচ কোটি টাকা লোন পাইয়ে দেবার নাম করে কয়েক দফায় ১৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা নেয় ডিজে শাকিল।

এরপর তাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে লোন অনুমোদনের চিঠি এবং সাড়ে চার কোটির দুটি চেকের স্ক্যান কপি মেইলে দেয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও চেকের মূল কপি না দেয়ায় তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন লোন অনুমোদনের চিঠি এবং চেকগুলো ভুয়া।

পরে তারা বিষয়টি বগুড়া জেলা পুলিশকে জানালে ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ইমরান মাহমুদ তুহিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাড়াশে অভিযান চালায়।

বগুড়া ডিবি পুলিশের ওসি আসলাম আলী জানান, গ্রেফতারকৃতদের অফিসে অভিযান চালিয়ে ভুয়া চেক ছাড়াও সামরিক বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভুয়া নিয়োগপত্র ও চুক্তিনামা, ৬০টি সিম কার্ড, তিনটি কম্পিউটার ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ভুয়া পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের নামে বগুড়া সদর থানায় প্রতারণা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

আজ তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে এবং অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভূঞা বিপিএম (বার)।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বারাদিতে বিএনপি নেতা শাজাহানের ইন্তেকাল, জেলা বিএনপ ‘র শোক

মেহেরপুর সদর উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেলা বিএনপির নেতা শাহজাহান সাহান মিয়া আজ সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি জুগিন্দা গ্রামের মৃত সিরাত মালিথার ছেলে।

জুগিন্দা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আকালি জানান, ভোর বেলার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পরই চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

তিনি স্ত্রী, ৪ সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন শোক প্রকাশ করেন।

তারা বলেন, আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি পরিবার হারালো একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সাংগঠনিক নেতাকে।

যোহরের নামাজ পর মরহুমের জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবার সূত্রে জানাযায়।

যারা রক্তপাত ঘটিয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র মানায় না: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যারা এ দেশের রাজনীতিতে রক্তপাত, হত্যা আর প্রতিহিংসা ছড়িয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলা আরেক ষড়যন্ত্রের অংশ।

তিনি সকালে ময়মনসিংহ সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময়সভায় যুক্ত হন।

বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে মির্জা ফখরুলের এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে জানতে চান– রাজনৈতিক কারণে কাকে, কোথায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা বলুন?

তিনি বলেন, অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না।

ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন অপরাধে নিজেদের দলের লোকদেরও ছাড় দিচ্ছে না উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, তা হলে বিএনপি সমর্থিত কোনো অপরাধী গ্রেফতার হলে অভিযোগ কেন?

সূত্র- যুগান্তর

রাজনৈতিক পরিচয় কোন অপরাধীর আত্মরক্ষার ঢাল হতে পারে না: সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন,

রাজনৈতিক পরিচয় কোন অপরাধীর আত্মরক্ষার ঢাল হতে পারে না, ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনা তা প্রমাণ করেছেন।

আজ রবিবার গোপালগঞ্জ সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন।

শেখ হাসিনা সরকার জনগণের মনের ভাষা বুঝেন বলেই যে কোন বিষয়ে দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, যে কোন অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর এবং তা এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ নানান ভাবে কথা বলেন, ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রেখে বলেন ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান, স্বাস্থ্যখাতে জেকেজি, রিজেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান চালানোর আগে সরকারকে কেউ বলে দেয়নি।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সরকার নিজেই এসকল অনিয়ম উদঘাটন করেছেন, কোন ধরনের ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেনি।

যারা সরকারের সমালোচনা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, তাদের আমলে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

তিনি বলেন, দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আর দুর্নীতিকে

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াই তাদের সফলতা।

বিএনপি দলীয় গঠনতন্ত্র থেকে ৭ ধারা বাতিল করে দুর্নীতিবাজদের দলীয় নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

শেখ হাসিনা সরকার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচারে সোচ্চার থেকেছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, অপরাধীকে দলীয় পরিচয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি, অপরাধী যে দলেরই হোক বিচারের আওতায় আনা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে সবসময় প্রেরণা যুগিয়েছেন মা : প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামে সবসময় পাশে থেকে প্রেরণা যুগিয়েছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গিনী হয়ে সাহস দিয়েছেন, দেশের জন্য কাজ করার। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আর্দশকে ধারণ করে বঙ্গমাতা সারাজীবন নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই ত্যাগ কখনো বৃথা যেতে দেয়া হবে না। বিলাসী জীবন নয়, বরং অসহায় মানুষের পাশে থাকার শিক্ষা প্রধানমন্ত্রী তার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছেন বলে জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৫৮ সালে মার্শল ল’ জারি হওয়ার পর আব্বা আলফা ইন্সুরেন্সে চাকরি করতেন। এই দু’বছর আমার মা সংসারের স্বাদ পেয়েছিলেন। কারণ তখন রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হওয়া স্বত্ত্বেও আমার

মায়ের কোনো অহমিকা ছিল না।

এরআগে সকালে বনানীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ। শ্রদ্ধা জানানো শেষে, বঙ্গমাতার আত্মার শান্তি ও দেশ জাতির কল্যাণে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ৭৫ এর ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সবার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ছিলেন বঙ্গমাতা’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক সহযোদ্ধা।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে শুধু বাঙালির জাতির পিতা আর বাংলাদেশের স্রষ্টাই হননি, তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববরেন্য রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক। আর এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারই সহধর্মিণী ও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তার সরকারি বাসভবন থেকে ব্রিফিংকালে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সঙ্গে বিশ্বের আরেক খ্যাতিমান নারী এলিনর রুজেভেল্টের অনেক মিল রয়েছে বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এলিনর রুজেভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের চারবার নির্বাচিত ও দীর্ঘকালীন সময়ের

প্রেসিডেন্ট ফ্রান্কলিন ডি রুজেভেল্টের স্ত্রী। বেগম মুজিব আর এলিনর রুজেভেল্ট দুজনেই শৈশবে তাদের বাবা-মা হারিয়েছিলেন, দুজনেই তাদের চাচাতো ভাইকে বিয়ে করেছিলেন আর দুজনেই তাদের স্বামীর রাজনীতিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

‘তাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব একটা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছিলেন আর এলিনর রুজেভেল্টের ক্ষেত্রে তা হয়নি।’

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক, অর্থাৎ, ৭ই মার্চের ভাষণের আগ মুহূর্তে বঙ্গমাতাই জাতির পিতাকে চুড়ান্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। জাতির পিতার আমৃত্যু সঙ্গী মহীয়সী নারী, দেশের স্বাধীনতাসহ সকল গৌরব অর্জনের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রী বঙ্গমাতা মুজিব।

সূত্র- যুগান্তর

সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করছে : রিজভী

সরকার অন্য কোন দেশের চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য নিজ দেশের চামড়া শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। আজ শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রামে তার নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী আহমেদ বলেন, যে সরকার দিনের বেলা ভোট করতে ভয় পায়, রাতের বেলা ভোট করে সে সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করবেনা সেটাই স্বাভাবিক। এবার আমরা দেখেছি কোরবানির চামড়া নিয়ে তেলেসমাতি। কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি না হওয়ায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার গরিব অসহায় এতিমদের পিষে মারছে।

সরকার ট্যানারি মালিকদের কোনো রকম সহযোগিতা করনি। ঋণ না

দেওয়ায় ট্যানারি মালিকরা চামড়া ক্রয় করেনি। সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়ার শিল্পকে ধ্বংস করছে। এর উদ্দেশ্য হল অন্য কাউকে, অন্য কোন দেশকে চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য দেশের চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ চামড়া বিক্রি করতে না পেরে নদীতে, রাস্তায়, বা মাটির নিচে পুঁতে রাখছে। প্রতি বছর কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করে গরিব এতিমদের খরচ জোগানো হত। এবার তা হয়নি। গরিব অসহায়দের বঞ্চিত করা হয়েছে । তাদের হক আদায় করা হয়নি। সরকারের গণবিরোধী নীতির কারণেই চামড়া শিল্প ধ্বংস হচ্ছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সরকার হটানোর দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা রাশেদের মর্মান্তিক ঘটনাকে ঘিরে কেউ কেউ দুই বাহিনীর মধ্যে উস্কানি দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণ এবিষয়ে সচেতন রয়েছে বলেও জানান তিনি। এধরণের ঘটনাকে ইস্যু করে সরকার হটানোর মতো দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ।

তিনি আজ শুক্রবার সকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খুলনা সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, একটি অশুভ চক্র নানান ইস্যুতে গুজব রটনা ও অপপ্রচারে লিপ্ত। শেখ হাসিনা সরকারের শেকড় এদেশের মাটির অনেক গভীরে, গুজব রটিয়ে লাভ হবে না।

সিনহা হত্যা বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে তদন্ত কমিটি কাজ করছে। এঘটনায় ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুজব রটনা এবং সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার বন্ধে দেশ-বিদেশে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মরতদের উদ্দেশ্যে বলেন, পদোন্নতি, পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি পারফরম্যান্স কেও মূল্যায়ন করা হবে। ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত করা হবে এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারসহ চাকরিবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার সংক্রমণ নতুন করে দেখা দিয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশে এ সপ্তাহে নমুনা পরীক্ষা বাড়ার সাথে সাথে সংক্রমণের হারও বেশি দেখা যাচ্ছে। তাই মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য দেখালে চলবে না।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারের মৃত্যু:: জেলা ও উপজেলা বিএনপি’র শোক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান আক্তার মৃত্যু রবণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন)। শুক্রবার ভোর ৫ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। আক্তারুজ্জামান আক্তার সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুর গ্রামের মৃত কুদ্দুস মালিথার ছেলে।

সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
আক্তারুজ্জামান আক্তারের ভগ্নিপতি শফিউল ইসলাম জানান,আক্তারুজ্জামান আক্তার দীর্ঘদিন যাবত গাংনী পৌর এলাকার ফজলুল হক কিন্ডার গার্ডেনের পাশের একটি বাড়িতে বসবাস করতো।

শুক্রবার ভোর ৪ টায় হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করার কারনে অ্যাম্বুলেঞ্চ যোগে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরপরই তার মৃত্যু হয়।

৫ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে আক্তারুজ্জামান আক্তার মেজো। মৃত্যুকালে স্ত্রী,দুটি মেয়ে,ভাই,বোন আন্ত্রীয় স্বজন সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছে গেছেন।

তার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করেছেন।

এ দিকে আর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এ ছাড়াও বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

বৈরুতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী : ফখরুল

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মঙ্গলবার বৈরুতের বন্দর এলাকায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিহত ও আহতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এ ঘটনায় অনেকে নিহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মর্মস্পর্শী এ ঘটনায় আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ইতিহাসে এ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের নজির পাওয়া দুষ্কর। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে পুরো বৈরুত কেঁপে ওঠে, বিভিন্ন ভবনের জানালা ও দরজার কাঁচ ভেঙ্গে যায় এবং অনেক ভবনের বেলকোনি ধসে পড়ে। আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। এ ক্রান্তিকালে লেবাননবাসী ও তাদের সরকার যে অসীম ধৈর্য্যধারণ করে

পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করবে।

লেবাননের সরকার ও জনগণ অতিদ্রুত এ সংকট কাটাতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আমি লেবাননের শোকার্ত জনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এ মর্মান্তিক বিস্ফোরণে লেবাননবাসীর বেদনার সঙ্গে আমিও সমব্যথী। চারজন বাংলাদেশিসহ যারা ওই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করছি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২১ জন সদস্যসহ চার সহস্রাধিক আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি, যোগ করেন ফখরুল।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন